পঞ্চম অধ্যায়

দুর্বাসা মুনির জীবন রক্ষা

এই অধ্যায়ে অম্বরীষ মহারাজের সুদর্শন চক্রের প্রতি প্রার্থনা এবং দুর্বাসা মুনির প্রতি সুদর্শন চক্রের কৃপা বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে দুর্বাসা মুনি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হন। মহারাজ অম্বরীষ স্বভাবতই অত্যন্ত বিনীত এবং অমানী হওয়ার ফলে, দুর্বাসা মুনি যখন এইভাবে তাঁর চরণে পতিত হন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেন, এবং দুর্বাসা মুনিকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্রের স্তব করতে শুরু করেন। এই সুদর্শন চক্র কি? এই সুদর্শন চক্র হচ্ছে ভগবানের দৃষ্টিপাত যার দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। *স ঐক্ষত, স অসৃজত*। এটি *বেদের* বাণী। হাজার হাজার অর সমন্বিত, সৃষ্টির মূল সুদর্শন চক্র ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এই সুদর্শন চক্র অন্য সমস্ত অস্ত্রের তেজ নাশক, অন্ধকার বিনাশকারী এবং ভগবদ্ভক্তির তেজ প্রকাশকারী; তা ধর্মসংস্থাপনের উপায়স্বরূপ এবং সমস্ত অধর্ম বিনাশকারী। এই সুদর্শন চক্রের কৃপা ব্যতীত এই জগৎ রক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং তাই ভগবান এই সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করেছেন। অম্বরীষ মহারাজ যখন সুদর্শন চক্রকে কৃপাপরায়ণ হওয়ার জন্য এইভাবে স্তব করেছিলেন, তখন সুদর্শন চক্র সন্তুষ্ট হয়ে শান্ত হয়েছিলেন এবং দুর্বাসা মুনিকে সংহার করার কার্য থেকে বিরত হয়েছিলেন। এইভাবে দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের কৃপা লাভ করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি তখন বৈষ্ণবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করার অসৎ ধারণা (*বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি*) ত্যাগ করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত, এবং দুর্বাসা মুনি তাঁকে ব্রাহ্মণের থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করে তাঁর উপর ব্রহ্মতেজ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এই ঘটনাটি থেকে সকলেরই বৈষ্ণবকে অবমাননা করার দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করার শিক্ষালাভ করা উচিত। মহারাজ অম্বরীষ দুর্বাসা মুনিকে ভোজন করিয়েছিলেন, এবং এক বছর ধরে একস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে উপবাস করার পর রাজা স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ তারপর তাঁর রাজ্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার জন্য মানস সরোবরের তীরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা আদিষ্টঃ**—ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **চক্র-তাপিতঃ**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে; **অম্বরীষম্**—অম্বরীষ মহারাজের; **উপাবৃত্য**—কাছে গিয়ে; **তৎ-পাদৌ**—তাঁর চরণকমল; **দুঃখিতঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে, সুদর্শন চক্রের দ্বারা সন্তপ্ত দুর্বাসা মুনি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁর চরণযুগল ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২

তস্য সোদ্যমমাবীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ ।
অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্ ॥ ২ ॥

তস্য—দুর্বাসার; **সঃ**—তিনি, মহারাজ অম্বরীষ; **উদ্যমম্**—প্রচেষ্টা; **আবীক্ষ্য**—দর্শন করে; **পাদস্পর্শ-বিলজ্জিতঃ**—দুর্বাসা মুনি তাঁর চরণ স্পর্শ করায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে; **অস্তাবীৎ**—স্তব করেছিলেন; **তৎ**—সেই; **হরেঃ অস্ত্রম্**—ভগবানের অস্ত্র; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **পীড়িতঃ**—ব্যথিত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি তাঁর চরণ স্পর্শ করায় অম্বরীষ মহারাজ অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন, এবং তিনি যখন দেখলেন দুর্বাসা মুনি তাঁর স্তব করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি কৃপাবশত অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি ভগবানের সেই মহা অস্ত্রের উদ্দেশ্যে স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩

অম্বরীষ উবাচ

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ ।
ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩ ॥

অম্বরীষঃ—অম্বরীষ মহারাজ; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ত্বম্**—আপনি (হন); **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ত্বম্**—আপনি (হন); **সোমঃ**—চন্দ্র; **জ্যোতিষাম্**—সমস্ত জ্যোতিষ্কের; **পতিঃ**—পতি; **ত্বম্**—আপনি (হন); **আপঃ**—জল; **ত্বম্**—আপনি (হন); **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবী; **ব্যোম**—আকাশ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **মাত্র**—তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ইন্দ্রিয়াণি**—এবং ইন্দ্রিয়সমূহ; **চ**—ও।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ বললেন—হে সুদর্শন চক্র! আপনি অগ্নি, আপনি পরম শক্তিমান সূর্য, আপনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পতি চন্দ্র, আপনি জল, ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), এবং আপনি ইন্দ্রিয়সমূহ।

শ্লোক ৪

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয় ।
সর্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥ ৪ ॥

সুদর্শন—হে ভগবানের ঈক্ষণ; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **সহস্র-অর**—হে সহস্র অর সমন্বিত; **অচ্যুত-প্রিয়**—হে ভগবান শ্রীঅচ্যুতের পরম প্রিয়; **সর্ব-অস্ত্র-ঘাতিন্**—হে সমস্ত অস্ত্রের সংহারক; **বিপ্রায়**—এই ব্রাহ্মণকে; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **ভূয়াঃ**—হন; **ইড়স্পতে**—জড় জগতের পতি।

অনুবাদ

হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি সহস্র অর সমন্বিত। হে জড় জগতের পতি, সর্ব অস্ত্র বিনাশক, ভগবানের আদি ঈক্ষণ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করুন এবং তাঁর মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোক ৫

ত্বং ধর্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্ ।
ত্বং লোকপালঃ সর্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥ ৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ত্বম্**—আপনি; **ঋতম্**—অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী; **সত্যম্**—পরম সত্য; **ত্বম্**—আপনি; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **অখিল**—সমগ্র; **যজ্ঞ-ভুক্**—সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা; **ত্বম্**—আপনি; **লোক-পালঃ**—বিভিন্ন লোকের পালনকর্তা; **সর্ব-আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত; **ত্বম্**—আপনি; **তেজঃ**—বল; **পৌরুষম্**—ভগবানের; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

হে সুদর্শন চক্র! আপনি ধর্ম, আপনি সত্য, আপনি অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী, আপনি যজ্ঞ এবং আপনি সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। আপনিই সমগ্র জগতের পালনকর্তা, এবং আপনিই ভগবানের হস্তে তাঁর পরম প্রভাব। আপনি ভগবানের মূল ঈক্ষণ, এবং তাই আপনি সুদর্শন নামে পরিচিত। আপনারই কার্যের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই আপনি সর্বব্যাপ্ত।

তাৎপর্য

সুদর্শন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মঙ্গলজনক দর্শন'। বেদের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের দৃষ্টিপাতের দ্বারা (*স ঐক্ষত, স অসৃজত*)। ভগবান মহত্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং তা যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন সব কিছুর সৃষ্টি হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মনে করে যে, একটি বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যদি এই বস্তুপিণ্ডটিকে মহত্তত্ত্ব বলে মনে করা হয়, তা হলে বোঝা যায় যে, ভগবানের দৃষ্টিপাতের দ্বারা সেই বস্তুর পিণ্ডটি বিচলিত হয়েছিল, এবং তাই ভগবানের দৃষ্টিপাতই হচ্ছে জড় সৃষ্টির মূল কারণ।

শ্লোক ৬

নমঃ সুনাভাখিলধর্মসেতবে
হ্যধর্মশীলাসুরধূমকেতবে ।
ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চসে
মনোজবায়াদ্ভুতকর্মণে গৃণে ॥ ৬ ॥

নমঃ—আপনাকে প্রণাম; **সু-নাভ**—হে সুনাভ; **অখিল-ধর্ম-সেতবে**—যার অরগুলি সমস্ত ধর্মের সেতুস্বরূপ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অধর্ম-শীল**—যারা অধর্ম পরায়ণ; **অসুর**—অসুরদের পক্ষে; **ধূম-কেতবে**—অগ্নিসদৃশ অথবা ধূমকেতু সদৃশ; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিভুবনের; **গোপায়**—পালক; **বিশুদ্ধ**—চিন্ময়; **বর্চসে**—যাঁর জ্যোতি; **মনঃ-জবায়**—মনের মতো দ্রুতগামী; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **কর্মণে**—যাঁর কার্যকলাপ; **গৃণে**—আমি কেবল উচ্চারণ করি।

অনুবাদ

হে সুদর্শন, আপনি অত্যন্ত মঙ্গলময় নাভি সমন্বিত, এবং তাই আপনি সমস্ত ধর্মের ধারক ও বাহক। অধর্ম-পরায়ণ অসুরদের পক্ষে আপনি অশুভ ধূমকেতুর মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনি ত্রিভুবনের পালনকর্তা। আপনি চিন্ময় জ্যোতি সমন্বিত, আপনি মনের মতো দ্রুতগামী, এবং আপনি অদ্ভুতকর্মা। আমি কেবল *'নমঃ'* শব্দটি উচ্চারণ করার দ্বারা আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানের চক্রকে সুদর্শন বলা হয় কারণ তা অপরাধী বা অসুরদের মধ্যে উচ্চ-নীচ বিচার করে না। দুর্বাসা মুনি অবশ্যই ছিলেন একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের প্রতি তাঁর আচরণ একজন অসুরের আচরণের থেকে কোন অংশে শ্রেয় ছিল না। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*—ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া। তাই প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভক্তি বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। এখানে সুদর্শন চক্রকে *ধর্মসেতবে*, অর্থাৎ ধর্মরক্ষক বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন সত্য সত্যই একজন ধার্মিক, এবং তাই তাঁকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্র দুর্বাসা মুনির মতো একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত দণ্ডদান করতে প্রস্তুত ছিল, কারণ তিনি একজন অসুরের মতো আচরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের বেশে বহু অসুর রয়েছে। তাই সুদর্শন চক্র ব্রাহ্মণ অসুর এবং শূদ্র অসুরের মধ্যে ভেদ দর্শন করে না। ভগবৎ-বিদ্বেষী এবং ভক্তবিদ্বেষী ব্যক্তিকেই বলা হয় অসুর। শাস্ত্রে দেখা যায় বহু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রয়েছে, যারা অসুরের মতো আচরণ করার ফলে অসুর বলে বর্ণিত হয়েছে। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মানুষকে জানতে হয় তার লক্ষণ অনুসারে। কেউ যদি ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তার লক্ষণ যদি আসুরিক হয়, তা হলে

তাকে অসুর বলে বিবেচনা করা হয়। সুদর্শন চক্র সর্বদাই অসুরদের বিনাশ করে। তাই এখানে তাকে *অধর্মশীলাসুরধূমকেতবে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ভক্ত নয় তাদের বলা হয় *অধর্মশীল*। এই প্রকার অসুরদের কাছে সুদর্শন চক্র একটি অমঙ্গলজনক ধূমকেতুর মতো।

শ্লোক ৭

ত্বত্তেজসা ধর্মময়েন সংহৃতং
তমঃ প্রকাশশ্চ দৃশো মহাত্মনাম্ ।
দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাং পতে
ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ॥ ৭ ॥

ত্বৎ-তেজসা—আপনার তেজের দ্বারা; **ধর্ম-ময়েন**—ধর্মময়; **সংহৃতম্**—দূরীভূত; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রকাশঃ চ**—প্রকাশও; **দৃশঃ**—সমস্ত দিকের; **মহা-আত্মনাম্**—মহাত্মাদের; **দুরত্যয়ঃ**—দুরতিক্রম্য; **তে**—আপনার; **মহিমা**—মহিমা; **গিরাম্ পতে**—হে বাণীর পতি; **ত্বৎ-রূপম্**—আপনার প্রকাশ; **এতৎ**—এই; **সৎ-অসৎ**—প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত; **পর-অবরম্**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট।

অনুবাদ

হে বাণীর পতি! আপনার ধর্মময় তেজের দ্বারা এই জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং মহাজনদের জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কেউই আপনার জ্যোতি অতিক্রম করতে পারে না, কারণ প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সব কিছু আপনারই জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত রূপ।

তাৎপর্য

আলোক ছাড়া কোন কিছুই দর্শন করা যায় না, বিশেষ করে এই জড় জগতে। এই জড় জগতে আলোকের প্রকাশ হয় ভগবানের ঈক্ষণরূপ সুদর্শন চক্রের জ্যোতি থেকে। সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নির আলোক সুদর্শন চক্র থেকে প্রকাশিত হয়। তেমনই জ্ঞানের আলোকও সুদর্শন থেকেই আসে, কারণ সুদর্শনের আলোকের প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট বস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সাধারণত মানুষেরা দুর্বাসা

মুনির মতো শক্তিশালী যোগীকে অদ্ভুতভাবে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি যখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা ধাবিত হয়, তখন আমরা তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি এবং ভক্তের সঙ্গে তার আচরণের দ্বারা বুঝতে পারি সে কত অধম।

শ্লোক ৮

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ
বলং প্রবিষ্টোঽজিত দৈত্যদানবম্ ।
বাহূদরোর্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি
বৃশ্চন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮ ॥

যদা—যখন; **বিসৃষ্টঃ**—প্রেরিত; **ত্বম্**—আপনি; **অনঞ্জনেন**—নিরঞ্জন ভগবানের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বলম্**—সৈন্যগণ; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **অজিত**—হে অজিত; **দৈত্য-দানবম্**—দৈত্য এবং দানবদের; **বাহু**—বাহু; **উদরঃ**—উদর; **উরু**—উরু; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **শিরঃ-ধরাণি**—গ্রীবা; **বৃশ্চন্**—ছিন্ন করে; **অজস্রম্**—নিরন্তর; **প্রধনে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **বিরাজসে**—আপনি বিরাজ করেন।

অনুবাদ

হে অজিত! আপনি যখন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হন, তখন দৈত্য ও দানব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বাহু, উদর, উরু, পদ এবং মস্তক নিরন্তর ছিন্ন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৯

স ত্বং জগৎত্রাণ খলপ্রহাণয়ে
নিরূপিতঃ সর্বসহো গদাভৃতা ।
বিপ্রস্য চাস্মৎকুলদৈবহেতবে
বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি; **জগৎ-ত্রাণ**—হে জগতের রক্ষাকর্তা; **খল-প্রহাণয়ে**—খল শত্রুদের সংহার করার জন্য; **নিরূপিতঃ**—নিযুক্ত; **সর্বসহঃ**—

সর্বশক্তিমান; **গদা-ভৃতা**—ভগবানের দ্বারা; **বিপ্রস্য**—এই ব্রাহ্মণের; **চ**—ও; **অস্মৎ**—আমাদের; **কুল-দৈব-হেতবে**—কুলের সৌভাগ্যের জন্য; **বিধেহি**—করুন; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তৎ**—তা; **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে জগন্ত্রাতা! ভগবানের সর্বশক্তিমান অস্ত্ররূপে খল অসুরদের বিনাশ করার জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। আমাদের কুলের মঙ্গলের জন্য দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান করুন। তা হলে নিশ্চিতভাবে আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

শ্লোক ১০

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ ।
কুলং নো বিপ্রদৈবং চেদ্ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১০ ॥

যদি—যদি; **অস্তি**—হয়; **দত্তম্**—দান; **ইষ্টম্**—শ্রীবিগ্রহের আরাধনা; **বা**—অথবা; **স্বধর্মঃ**—স্বধর্ম; **বা**—অথবা; **সু-অনুষ্ঠিতঃ**—পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত; **কুলম্**—কুল; **নঃ**—আমাদের; **বিপ্র-দৈবম্**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুগৃহীত; **চেৎ**—যদি হয়; **দ্বিজঃ**—এই ব্রাহ্মণ; **ভবতু**—হোন; **বিজ্বরঃ**—(সুদর্শন চক্রের) সন্তাপ থেকে মুক্ত হোন।

অনুবাদ

আমাদের বংশ যদি সৎপাত্রে দান করে থাকে, সৎকর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকে, সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তা হলে আমি কামনা করি যে, তার বিনিময়ে এই ব্রাহ্মণ যেন সুদর্শন চক্রের সন্তাপ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১১

যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্বগুণাশ্রয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১১ ॥

যদি—যদি; **নঃ**—আমাদের; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **সর্ব-গুণ-আশ্রয়ঃ**—সমস্ত দিব্যগুণের আধার; **সর্ব-ভূত-আত্ম-ভাবেন**—সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপূর্ণ আচরণের দ্বারা; **দ্বিজঃ**—এই ব্রাহ্মণ; **ভবতু**—হন; **বিজ্বরঃ**—সমস্ত সন্তাপ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত চিন্ময় গুণের আধার এবং যিনি সমস্ত জীবের আত্মা, তিনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে আমরা কামনা করি যে, এই ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনি যেন সমস্ত সন্তাপ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্তবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ।
অসাম্যৎ সর্বতো বিপ্রং প্রদহদ্ রাজযাচ্ঞয়া ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সংস্তবতঃ**—স্তুত হয়ে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার দ্বারা; **বিষ্ণু-চক্রম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চক্র; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন নামক চক্র; **অসাম্যৎ**—শান্ত হয়েছিলেন; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণকে; **প্রদহৎ**—দহন করে; **রাজ**—রাজার; **যাচ্ঞয়া**—প্রার্থনার দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা যখন এইভাবে সুদর্শন চক্র এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব করেছিলেন, তখন তাঁর প্রার্থনায় সুদর্শন চক্র শান্ত হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনিকে দহন করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

স মুক্তোঽস্ত্রাগ্নিতাপেন দুর্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ ।
প্রশশংস তমুর্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; **মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **অস্ত্র-অগ্নি-তাপেন**—সুদর্শন চক্রের আগুনের তাপ থেকে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **স্বস্তিমান্**—সন্তাপ মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট

হয়েছিলেন; **ততঃ**—তখন; **প্রশশংস**—প্রশংসা করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **উর্বী-ঈশম্**—রাজা; **যুঞ্জানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **পরম-আশিষঃ**—পরম আশীর্বাদ।

অনুবাদ

মহাশক্তিশালী যোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের আগুন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেছিলেন। তখন তিনি মহারাজ অম্বরীষের গুণের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁকে পরম আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

দুর্বাসা উবাচ

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে ।
কৃতাগসোঽপি যদ্ রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥ ১৪ ॥

দুর্বাসাঃ উবাচ—দুর্বাসা মুনি বললেন; **অহো**—আহা; **অনন্ত-দাসানাম্**—ভগবানের সেবকদের; **মহত্ত্বম্**—মহিমা; **দৃষ্টম্**—দর্শন; **অদ্য**—আজ; **মে**—আমার দ্বারা; **কৃত-আগসঃ অপি**—আমি অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও; **যৎ**—তবুও; **রাজন্**—হে রাজন্; **মঙ্গলানি**—সৌভাগ্য; **সমীহসে**—আপনি প্রার্থনা করছেন।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি বললেন—হে রাজন্! আজ আমি ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য দর্শন করলাম, কারণ যদিও আমি অপরাধ করেছি, তবুও আপনি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ১৫

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্ ।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥ ১৫ ॥

দুষ্করঃ—দুষ্কর; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **সাধূনাম্**—ভক্তদের; **দুস্ত্যজঃ**—ত্যাগ করা অসম্ভব; **বা**—অথবা; **মহা-আত্মনাম্**—মহাত্মাদের; **যৈঃ**—যে ব্যক্তিদের দ্বারা; **সংগৃহীতঃ**—(ভগবদ্ভক্তির দ্বারা) লব্ধ; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—শুদ্ধ ভক্তদের; **ঋষভঃ**—নেতা; **হরিঃ**—শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

যাঁরা শুদ্ধ ভক্তদের পতি ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অসাধ্য এবং দুস্ত্যজ্য কি আছে?

শ্লোক ১৬

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

যৎ-নাম—ভগবানের পবিত্র নাম; **শ্রুতি-মাত্রেণ**—কেবল শ্রবণ করার ফলে; **পুমান্**—জীব; **ভবতি**—হয়; **নির্মলঃ**—পবিত্র; **তস্য**—তাঁর; **তীর্থপদঃ**—ভগবান, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম হচ্ছে তীর্থ; **কিম্ বা**—কি; **দাসানাম্**—সেবকদের দ্বারা; **অবশিষ্যতে**—অসম্ভব।

অনুবাদ

যাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ করা মাত্রই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদের পক্ষে কি-ই বা অসম্ভব হতে পারে?

শ্লোক ১৭

রাজন্ননুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতিকরুণাত্মনা ।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **অনুগৃহীতঃ**—অনুগৃহীত; **অহম্**—আমি (হই); **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অতি-করুণ-আত্মনা**—কারণ আপনি অত্যন্ত কৃপালু; **মৎ-অঘম্**—আমার অপরাধ; **পৃষ্ঠতঃ**—পিছন দিকে; **কৃত্বা**—করে; **প্রাণাঃ**—জীবন; **যৎ**—যা; **মে**—আমার; **অভিরক্ষিতাঃ**—রক্ষা করেছেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি আমার অপরাধ দর্শন না করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, তাই অত্যন্ত কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হলাম।

শ্লোক ১৮

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া ।
চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ॥ ১৮ ॥

রাজা—রাজা; তম্—তাঁকে, দুর্বাসা মুনিকে; অকৃত-আহারঃ—যিনি আহার করেননি; প্রত্যাগমন—ফিরে আসা; কাঙ্ক্ষয়া—বাসনা করে; চরণৌ—চরণ; উপসংগৃহ্য—গ্রহণ করে; প্রসাদ্য—সর্বতোভাবে প্রসন্নতা বিধান করে; সমভোজয়ৎ—ভোজন করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনির প্রত্যাবর্তনের আশায় রাজা কিছুই আহার করেননি। তাই দুর্বাসা মুনি ফিরে এলে, রাজা তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

সোঽশিত্বাদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্বকামিকম্ ।
তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি (দুর্বাসা); অশিত্বা—ভোজন করে; আদৃতম্—সাদরে; আনীতম্—আনয়ন করে; আতিথ্যম্—বিভিন্ন প্রকার আহার্য নিবেদন করেছিলেন; সার্ব-কামিকম্—সর্বপ্রকার স্বাদ সমন্বিত; তৃপ্ত-আত্মা—এইভাবে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে; নৃপতিম্—রাজাকে; প্রাহ—বলেছিলেন; ভুজ্যতাম্—হে রাজন্; আপনিও ভোজন করুন; ইতি—এইভাবে; স-আদরম্—আদরের সঙ্গে।

অনুবাদ

রাজা এইভাবে দুর্বাসাকে সাদরে আনয়ন করেছিলেন। দুর্বাসা বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু আহার্য ভোজন করে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে রাজাকে বলেছিলেন, "দয়া করে আপনিও ভোজন করুন।"

শ্লোক ২০

প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ ।
দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মমেধসা ॥ ২০ ॥

প্রীতঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন; **অস্মি**—আমি হয়েছি; **অনুগৃহীতঃ**—অনুগৃহীত; **অস্মি**—আমি হয়েছি; **তব**—আপনার; **ভাগবতস্য**—আপনি একজন শুদ্ধ ভক্ত বলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দর্শন**—আপনাকে দর্শন করে; **স্পর্শন**—আপনার চরণ স্পর্শ করে; **আলাপৈঃ**—আপনার সঙ্গে কথা বলে; **আতিথ্যেন**—আপনার আতিথ্যের দ্বারা; **আত্ম-মেধসা**—আমার নিজের বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি বললেন—হে রাজন্, আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রথমে আমি আপনাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু পরে আমি আমার বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আপনি একজন মহাভাগবত। তাই কেবল আপনাকে দর্শনের দ্বারা, আপনার চরণ স্পর্শের দ্বারা এবং আপনার সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা আমি অনুগৃহীত ও প্রীত হয়েছি।

তাৎপর্য

বলা হয়, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*—অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষও শুদ্ধ বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না। তাই, দুর্বাসা মুনি একজন মহান যোগী হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে মহারাজ অম্বরীষকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেছিলেন এবং তাঁকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈষ্ণবকে ভ্রান্তভাবে দর্শন। কিন্তু দুর্বাসা মুনি যখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বুদ্ধির বিকাশ হয়েছিল। তাই এখানে *আত্মমেধসা* শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মহারাজ অম্বরীষ একজন মহাভাগবত। দুর্বাসা মুনি যখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মা এবং শিবের আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এমন কি তিনি বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তবুও তিনি সুদর্শন চক্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বৈষ্ণবের প্রভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দুর্বাসা মুনি অবশ্যই ছিলেন একজন মহাযোগী এবং অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বৈষ্ণবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাই বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*। বৈষ্ণবের চরিত্র অধ্যয়ন করার ব্যাপারে তথাকথিত জ্ঞানী এবং যোগীদের সর্বদাই ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। বৈষ্ণবকে চেনা যায় ভগবানের দ্বারা অনুকম্পিত হয়ে তিনি কি প্রকার অসাধারণ কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন তার মাধ্যমে।

শ্লোক ২১

কর্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহুঃ ।
কীর্তিং পরমপুণ্যাং চ কীর্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

কর্ম—কার্যকলাপ; **অবদাতম্**—নির্মল; **এতৎ**—এই সমস্ত; **তে**—আপনার; **গায়ন্তি**—কীর্তন করবে; **স্বঃ-স্ত্রিয়ঃ**—দেবাঙ্গনাগণ; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **কীর্তিম্**—মহিমা; **পরম-পুণ্যাম্**—অত্যন্ত পবিত্র; **চ**—ও; **কীর্তয়িষ্যতি**—নিরন্তর কীর্তন করবে; **ভূঃ**—সারা পৃথিবী; **ইয়ম্**—এই।

অনুবাদ

দেবাঙ্গনাগণ আপনার নির্মল কীর্তি অনুক্ষণ কীর্তন করবে, এবং এই পৃথিবীর মানুষেরাও আপনার পরম পবিত্র চরিত্র গান করবে।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

এবং সংকীর্ত্য রাজানং দুর্বাসাঃ পরিতোষিতঃ ।
যযৌ বিহায়সামন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্ ॥ ২২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সংকীর্ত্য**—মহিমা কীর্তন করে; **রাজানম্**—রাজার; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা মুনি; **পরিতোষিতঃ**—সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়ে; **যযৌ**—সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন; **বিহায়সা**—আকাশমার্গে; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **ব্রহ্মলোকম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে; **অহৈতুকম্**—যেখানে কোন প্রকার শুষ্ক দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা নেই।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহাযোগী দুর্বাসা সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়ে রাজার অনুমতি গ্রহণ করে, রাজার মহিমা কীর্তন করতে করতে আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেছিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে কোন নাস্তিক এবং শুষ্ক মনোধর্মী দার্শনিক নেই।

তাৎপর্য

দুর্বাসা মুনি আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁর কোন বিমানের প্রয়োজন হয়নি, কারণ মহাযোগীরা কোন যন্ত্রের সাহায্য

ব্যতীতই এক লোক থেকে অন্যলোকে ভ্রমণ করতে পারেন। সিদ্ধলোক নামক একটি লোক রয়েছে সেখানকার অধিবাসীরা যে কোন লোকে যেতে পারেন, কারণ তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই সর্বপ্রকার যোগসিদ্ধি রয়েছে। তেমনই, মহাযোগী দুর্বাসা মুনি আকাশমার্গে এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করতে পারতেন, এমন কি ব্রহ্মলোকেও। ব্রহ্মলোকে সকলেই আত্ম-তত্ত্ববেত্তা এবং তাই সেখানে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। দুর্বাসা মুনির ব্রহ্মলোকে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভগবদ্ভক্তের মহিমা কি প্রকার এবং ভগবদ্ভক্তই যে এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, সেই কথা সেখানকার অধিবাসীদের জানাবার জন্য। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে তথাকথিত জ্ঞানী এবং যোগীদের কোন তুলনাই হয় না।

শ্লোক ২৩

সংবৎসরোঽত্যগাৎ তাবদ্ যাবতা নাগতো গতঃ ।
মুনিস্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষো রাজাঽভুঙ্ক্ষো বভূব হ ॥ ২৩ ॥

সংবৎসরঃ—এক বৎসর; **অত্যগাৎ**—গত হয়েছিল; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **যাবতা**—যতক্ষণ; **ন**—না; **আগতঃ**—ফিরে আসেন; **গতঃ**—দুর্বাসা মুনি, যিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন; **মুনিঃ**—মুনি; **তৎ-দর্শন-আকাঙ্ক্ষঃ**—তাঁকে আবার দর্শন করার বাসনায়; **রাজা**—রাজা; **অপ্ ভঙ্ক্ষঃ**—কেবল জলপান করে; **বভূব**—ছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষের কাছ থেকে দুর্বাসা মুনির চলে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এক বছর অতীত হয়েছিল। রাজাও ততদিন কেবলমাত্র জলপান করে উপবাস করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

গতেঽথ দুর্বাসসি সোঽম্বরীষো
দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ ।
ঋষের্বিমোক্ষং ব্যসনং চ বীক্ষ্য
মেনে স্ববীর্যং চ পরানুভাবম্ ॥ ২৪ ॥

গতে—তিনি ফিরে এলে; **অথ**—তারপর; **দুর্বাসসি**—মহাযোগী দুর্বাসা; **সঃ**—তিনি, রাজা; **অম্বরীষঃ**—মহারাজ অম্বরীষ; **দ্বিজ-উপযোগ**—শুদ্ধ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত; **অতি-পবিত্রম্**—অত্যন্ত পবিত্র অন্ন; **আহরৎ**—তাঁকে আহার করতে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আহার করেছিলেন; **ঋষেঃ**—মহান ঋষির; **বিমোক্ষম্**—মুক্তি; **ব্যসনম্**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা দগ্ধ হওয়ার মহাবিপদ থেকে; **চ**—এবং; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মেনে**—মনে করেছিলেন; **স্ব-বীর্যম্**—তাঁর নিজের শক্তি সম্বন্ধে; **চ**—ও; **পর-অনুভাবম্**—ভগবানের প্রতি তাঁর শুদ্ধ ভক্তির ফলে।

অনুবাদ

এক বছর পরে দুর্বাসা মুনি যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন মহারাজ অম্বরীষ তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র নানাবিধ অন্ন ভোজন করিয়েছিলেন এবং তারপর স্বয়ং ভোজন করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ দুর্বাসা দগ্ধ হওয়ার মহাবিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন ভগবানের কৃপায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিও অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তিনি সেই জন্য কোন কৃতিত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেছিলেন সব কিছু ভগবানই করেছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ অম্বরীষের মতো ভক্ত অবশ্যই সর্বদা নানা প্রকার কার্যকলাপে ব্যস্ত। এই জড় জগৎ নিঃসন্দেহে নানা প্রকার বিপদে পূর্ণ, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করেন বলে কখনই বিচলিত হন না। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মহারাজ অম্বরীষ। তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর সম্রাট এবং তাঁর বহু কর্তব্য ছিল, এবং সেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করার সময় দুর্বাসা মুনির মতো ব্যক্তি নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে সেই সবই সহ্য করেছিলেন। ভগবান কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*), এবং তিনি ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই অম্বরীষ মহারাজ যদিও নানা প্রকার বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবুও তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ ভগবান অত্যন্ত সুন্দরভাবে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং চরমে দুর্বাসা মুনি ও মহারাজ অম্বরীষ প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভক্তিযোগের ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। চরমে, দুর্বাসা মুনি ভক্তিযোগের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, যদিও তিনি নিজে ছিলেন

একজন মহাযোগী। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" নিঃসন্দেহে ভগবদ্ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। মহারাজ অম্বরীষ এবং দুর্বাসা মুনির এই আখ্যানে সেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৫

এবং বিধানেকগুণঃ স রাজা
পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে ।
ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং
যয়াবিরিঞ্চ্যান্ নিরয়াংশ্চকার ॥ ২৫ ॥

এবম্—এই প্রকার; **বিধা-অনেক-গুণঃ**—বিবিধ সদ্গুণ সমন্বিত; **সঃ**—তিনি, মহারাজ অম্বরীষ; **রাজা**—রাজা; **পর-আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মকে; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে; **ক্রিয়া-কলাপৈঃ**—ব্যবহারিক কার্যকলাপের দ্বারা; **সমুবাহ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **যয়া**—এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; **আবিরিঞ্চ্যান্**—ব্রহ্মলোক থেকে; **নিরয়ান্**—নরক পর্যন্ত; **চকার**—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত স্থানই অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বিবিধ চিন্ময় গুণ সমন্বিত মহারাজ অম্বরীষ পূর্ণরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর ভক্তির প্রভাবে তিনি এই জড় জগতের ব্রহ্মলোককে পর্যন্ত নরকতুল্য মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

অম্বরীষ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত পূর্ণরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান সম্বন্ধে অবগত; অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্ত পরমতত্ত্বের অন্য সমস্ত রূপও পূর্ণরূপে অবগত।

পরমতত্ত্বের উপলব্ধি হয় তিনভাবে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*)। ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভক্ত সব কিছু পূর্ণরূপে অবগত (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*) কারণ পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত। ভগবদ্ভক্তকে যোগের দ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় না, কারণ যে ভক্ত সর্বদা বাসুদেবের চিন্তায় মগ্ন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী (*যোগিনামপি সর্বেষাম্*)। জ্ঞানের প্রসঙ্গেও, কেউ যদি বাসুদেবের ভক্ত হন, তা হলে তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। মহাত্মা হচ্ছেন তিনি যাঁর পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান রয়েছে। তাই অম্বরীষ মহারাজ ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, মায়া, জড় জগৎ, চিৎ-জগৎ এবং সর্বত্র সব কিছু কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। ভগবদ্ভক্ত যেহেতু বাসুদেবকে জানেন, তাই তিনি বাসুদেবের সৃষ্টির সব কিছুই জানেন (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। এই প্রকার ভক্ত এই জড় জগতের সর্বোচ্চ সুখকেও গ্রাহ্য করেন না।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)

ভগবদ্ভক্ত যেহেতু ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত, তাই তিনি এই জড় জগতের কোন পদেরই গুরুত্ব দেন না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাই লিখেছেন (*চৈতন্যচন্দ্রামৃত* ৫)—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো মহাপুরুষের সেবা করার ফলে যিনি শুদ্ধ ভক্ত হয়েছেন, তাঁর কাছে কৈবল্য বা ব্রহ্মসাযুজ্য নরকের মতো। স্বর্গলোক তাঁর কাছে আকাশকুসুমের মতো। তাঁর কাছে যোগসিদ্ধির কোনই মূল্য নেই। কারণ ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করেন। তা সবই সম্ভব হয় যখন জীব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশের মাধ্যমে ভগবানের ভক্ত হন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং
সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ ।
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে
মনো দধদ্ ধ্বস্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **অম্বরীষঃ**—অম্বরীষ মহারাজ; **তনয়েষু**—তাঁর পুত্রদের; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **সমান-শীলেষু**—যাঁরা ছিলেন তাঁদের পিতারই মতো গুণবান; **বিসৃজ্য**—ভাগ করে দিয়ে; **ধীরঃ**—মহা বিবেকবান অম্বরীষ মহারাজ; **বনম্**—বনে; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **আত্মনি**—ভগবান; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—একাগ্র করে; **ধ্বস্ত**—বিনাশ করে; **গুণ-প্রবাহঃ**—মায়িক গুণের প্রবাহ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, ভগবদ্ভক্তির অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে যাঁর ভোগবাসনা বিনষ্ট হয়েছিল, সেই অম্বরীষ মহারাজ গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবে একাগ্র করার জন্য বনে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অম্বরীষ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত জীবনের সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি কেবল ভগবানের সেবা করার বাসনা মাত্র করেন, তা হলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি মুক্ত। অম্বরীষ মহারাজ নিঃসন্দেহে একজন মুক্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু একজন আদর্শ রাজারূপে তিনি গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে

বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। মানুষের উচিত, সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে মনকে একাগ্রীভূত করা। তাই মহারাজ অম্বরীষ তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়ে গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ ।
সংকীর্তয়ন্ননুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি—এই প্রকার; **এতৎ**—এই; **পুণ্যম্ আখ্যানম্**—অতি পবিত্র ঐতিহাসিক ঘটনা; **অম্বরীষস্য**—অম্বরীষ মহারাজের; **ভূপতে**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সংকীর্তয়ন্**—কীর্তন করেন; **অনুধ্যায়ন্**—অথবা নিরন্তর ধ্যান করেন; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ভবেৎ**—হতে পারেন।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র কার্যকলাপের কথা যিনি সংকীর্তন করেন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কেউ যখন অত্যন্ত ধনলোলুপ হয়, তখন সে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেও সন্তুষ্ট হয় না, সে যেন তেন প্রকারেণ আরও ধন সংগ্রহ করতে চায়। ভক্তেরও মনোভাব ঠিক তেমনই। ভক্ত কখনও তৃপ্ত হন না। তিনি মনে করেন, "এটিই আমার ভগবদ্ভক্তির সীমা।" তিনি যতই ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, ততই বেশি করে তিনি ভগবানের সেবা করতে চান। এটিই ভগবদ্ভক্তের মনোভাব। মহারাজ অম্বরীষ তাঁর গৃহস্থ-জীবনেও একজন শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, কারণ তাঁর মন এবং সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিল (*সবৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে*)। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন আত্মতৃপ্ত, কারণ তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয়ই ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিল (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ / হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অম্বরীষ মহারাজ যদিও তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত

করেছিলেন, তবুও তিনি তাঁর চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে একাগ্রীভূত করার জন্য বনে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন একজন বণিক বহু ধন থাকা সত্ত্বেও আরও ধন উপার্জন করার চেষ্টা করে। ভগবানের সেবায় আরও বেশি করে যুক্ত হওয়ার এই মনোভাব ভক্তকে সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু কর্মের স্তরে ধনলোলুপ বণিক, যে আরও বেশি ধন চায়, সে অচিরেই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু ভক্ত ক্রমশ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২৮

অম্বরীষস্যচরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বরীষস্য—মহারাজ অম্বরীষের; **চরিতম্**—চরিত্র; **যে**—যাঁরা; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করেন; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা, মহান ভক্ত; **মুক্তিম্**—মুক্তি; **প্রয়ান্তি**—নিশ্চিতভাবে লাভ করেন; **তে**—তাঁরা; **সর্বে**—সকলে; **ভক্ত্যা**—কেবল ভক্তির দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **প্রসাদতঃ**—কৃপার ফলে।

অনুবাদ

যাঁরা মহান ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁরা অচিরেই মুক্ত হন অথবা ভগবানের ভক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'দুর্বাসা মুনির জীবন রক্ষা' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।